"মনোচোরা হরি, পদ দুরাচারী,
করেছি এবারে লয়"।।
এতেক বলিয়া, সহসা ধরিয়া,
হরিচাঁদে কাঁধে করে।
দেখিয়া রাখাল, "হরি হরি বল"
বলিয়া নাচিয়া ঘুরে।।
হরিচাঁদ-পদ, ফুল্ল কোকনদ,
লোচন ধরিল বক্ষে।
নয়নের জলে, লুকালুকি ছলে,
পদ ধোয়া'ল পরোক্ষে।।
ভক্ত-প্রাণ হরি, বাঞ্ছাপূর্ণকারী,
মিটল ভৃগুর সাধ।
বহু জন্ম পরে, শেষ অবতারে,
ঘুচে যায় অপরাধ।।
নামি হরিচাঁদ, গোস্বামীর পদ,
মানব আচারে ধরে।
বলে "হে গোঁসাই, যা'য়া আসা চাই,
সর্ব্বদা মোদের ঘরে।।
কহিছে লোচন, শুন হরিধন,
আমি বটে জ্ঞানহীন।
কি জানি না জানি, মেনে নাহি মানি,
কেমনে কাটিবে দিন?
কহিছে ঠাকুর, শুনহে ঠাকুর,
তোমার মান্য যে বেশী।
পূর্বে পূর্বে যাহা, এদানিও তাহা,
সেই ভাবে মিশামিশি।।"
সেই তো লোচন, অবাধ ভ্রমণ,
দেশে দেশে করি ফেরে।।
যবে মনে কান্দে, এসে হরিচাঁন্দে,
নয়ন ভরিয়া হেরে।।
বাহিরে কদর্য্য, অন্তরে মাধুর্য্য,
অবহেলে ডাকে 'হরি'।
লোকেরে দেখায়, হরি ছোট রয়,
হৃদয়ে সম্ভ্রম ভারী।।
বাহ্য ভাব দেখে, ভাবে সব লোকে,
লোচনের ডাক শুনি।
এ টুণ্ডা গোঁসাই, মানামান নাই,
কেন বলে রূঢ়বাণী।।
হরিচাঁদ জানে, লোচন কি মনে,
তাহারে দেখিতে আসে।
'ও হরি! ও হরি! বলে জোর করি,
নিরালে কান্দে সে বসে।।
ভাবময় যারা, ভাবে ভাব ধরা,
ভাবে করে ভাবলীলা।
শ্রীহরি, লোচন, ভাব মহাজন,
করিল ভাবের খেলা।।

## ভজন মাঝির পুনর্জীবন লাভ

শ্রীভজন মাঝি নামে মল্লকান্দী গ্রামে।
পরিবারসহ সবে মত্ত হরি প্রেমে।।
দৈবযোগে ভজনের গৃহিণী মরিল।
কিছুদিন পরে ভজনের জ্বর হ'ল।।
জ্বরে জরজর তনু শরীর দুর্ব্বল।
পথ্য না খাইতে পারে হইল অচল।।
মৃতবৎ শয্যাপরে রহিল পড়িয়া।
জীবন হতাশ সবে সে ভাব দেখিয়া।।
কেহ বলে 'এ বিপদে আর রক্ষা নাই।'
কেহ বলে 'চল সবে ওড়াকান্দী যাই।।'
নিঃশ্বাস পরীক্ষা করে নাকে তুলা ধ'রে।
স্পন্দহীন তুলে নিল নৌকার উপরে।।
তরী লাগাইল গিয়া শ্রীধামের ঘাটে।
প্রণমিয়া দাঁড়াইল প্রভুর নিকটে।।